

## কে ভাগ্যবান্ ও কে দুর্ভাগ্যবান্

ভাগ্ অর্থ ভজন অতএব ভজনশীলই ভাগ্যবান্। সৎকৰ্ম্মাদি সৌভাগ্যজনক আর অসৎকৰ্ম্মাদি দুর্ভাগ্যপ্রাপক।

কেহ বলেন, ধনবান্ই ভাগ্যবান্। কারণ সৎকৰ্ম্মাদি ফলে ভাগ্যোদয়েই ধন লভ্য হয়। শাস্ত্রে বলেন, বিদ্যা হইতে পাত্রতা এবং পাত্রতা হইতে ধন ও সুখ লভ্য হয়। অন্যত্র বলেন, ধৰ্ম্মাধনম্। ধৰ্ম্ম হইতেই ধন প্রাপ্য হয়। ভাগবতে বলেন, অর্থং বুদ্ধিরসূয়ত। বুদ্ধি অর্থ প্রয়োজনকে উদয় করায়। ভাগ্যে না থাকিলে ধনাদি কিছুই লভ্য হয় না। গীতায় বলেন, যোগভ্রষ্ট যোগীকূলে ও ভোগীকূলে জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অপক্ব নূতন যোগী ভোগীকূলে জন্ম পায়। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে এবং পুরাতন যোগী যোগীকূলে জাত হয়। অথবা যোগিনামেব কূলে ভবতি ধীমতাম্।।

অতএব যোগ ভাগ্যবলেই ধনবান্ সহজেই ভাগ্যবান্। সৌভরি মুনী যোগভ্রষ্ট হইয়া মনোরমা পঞ্চাশটি পত্নী ও পাঁচ হাজার পুত্র ও যোগৈশ্বর্য্য ভোগ করেন। তজ্জন্য যোগধনবান্ই ভাগ্যবান্ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

কেহ বলেন, পূৰ্ব্বজন্মের সুকৃতিফলেই জীব ইহজগতে ও পরজগতে বাঞ্ছিত ভোগ্য প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে সৎকৰ্ম্মোন্মুখী সুকৃতি ফলে সাংসারিক ভোগসুখীই ভাগ্যবান্।

কেহ বলেন, জ্ঞানবান্ই ভাগ্যবান্। বহু জন্মের সুসাধন ফলে জীব জ্ঞানী হয়। জ্ঞান বিদ্যাও এক প্রকার সম্পদ। বিষয়ীগণ প্রাকৃত বিষয়কেই ভাগ্যজনক ধন মনে করেন। পণ্ডিতদের বিদ্যাই ধন। পণ্ডিতা বিদ্যাধিনিঃ। বিদ্যাধনে তাহারা সুখী বিধায় ভাগ্যবান্। মান পূজা প্রতিষ্ঠাদি জীবের কাম্য। বিদ্যা হইতেই তাহার মান পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি হইয়া থাকে। তজ্জন্য বিদ্বান্ই ভাগ্যবান্।

কাহারও মতে -- যোগসিদ্ধিমান্ই ভাগ্যবান্। কারণ যোগসিদ্ধি প্রাপ্তি বিশেষ ভাগ্যবানেরই হইয়া থাকে। ভাগ্যহীন কখনই যোগ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। যোগীগণ যোগবলে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরবৎ মান্য হইয়া থাকেন। অতএব কার্য্যদ্বারে কারণপ্রমিতির ন্যায়ে যোগসিদ্ধিমান্ই ভাগ্যবান্।

কেহ বলেন-তপস্বীই ভাগ্যবান্। তপঃ এক প্রকার ভগ বিশেষ। তাহা ভাগ্যপ্রদ। তপঃ সিদ্ধিফলে ও বলে হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদি ত্রৈলোক্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ভাগবতে বলেন-তপঃই নিক্কিঞ্চনের ধন। ভগবান্ বলেন--আমি তপোবলেই ত্রিলোকের সৃজন পালন ও সংহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। অতএব তপঃ রূপ ভগবান্ই ভাগ্যবান্ বটে।

কোন মতে-- পূন্যাত্মা ধার্ম্মিকই ভাগ্যবান্। কারণ ধৰ্ম্মধনে তিনি সুখী হইয়া থাকেন। ধার্ম্মিকই প্রকৃত সুখী। ধৰ্ম্ম হইতেই শান্তি সুখাদি লভ্য হয়। সুখ বা আনন্দই যখন জীবের প্রয়োজন, তখন সুখকারণ ধৰ্ম্মই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক।

কাহারও মতে- দাতাই ভাগ্যবান্। কারণ দাতা দানতরীর আশ্রয়ে দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। দাতৃত্ব ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক। বলিরাজ দান ধৰ্ম্মবলে ত্রিলোকপতি ভগবান্ বামনদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৰ্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভুৎ। দানধৰ্ম্মে স্বর্গীয় সুখাদি প্রাপ্তিরও কথা শ্রুত হয়। অতএব দাতা ভাগ্যবান্।

অপর মতে- কীর্তির্যস্য স জীবতি। কীর্তিমান্ জীবতি। অতএব কীর্তিমান্ই ভাগ্যবান্। যাহার কীর্তি নাই তাহার ভাগ্যের পরিচয় কে দান করিবে ? সেই ধন্য নরকূলে লোকে যারে নাহি ভুলে গুণ গান করে মান দান। কীর্তি করে স্তুতিপাত্র তাহে হয় বিশ্বমিত্র কীর্তিহীন মৃতের সমান।।

ধরণীর বৃকে যারা জনম লভিল। কীরিতি রাখিয়া তারা অমর হইল।। অতএব কীর্তিই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক।

ভোগীকৰ্ম্মীদের মতে- সুস্বাস্থ্যবান্ই ভাগ্যবান্। ভোগ্যস্বাচ্ছন্দ্য ও স্থিরযৌবনাদিই ভাগ্য বাচ্য। পূন্যবান্ই স্বাস্থ্যবান্। পাপী চিররোগী অতএব দুঃখী। পাপ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক এবং আরোগ্য ও স্বাস্থ্য তথা দীর্ঘায়ু সৌভাগ্যের পরিচায়ক। অতএব স্বাস্থ্যবান্ই ভাগ্যবান্। পূৰ্ব্বোক্ত মত গুলি ভাল করিয়া বিচার করিলে জানা যায় যে ধন, জন, পাণ্ডিত্য, যোগসিদ্ধি মুক্তি তথা পার্থিব ভোগস্বাচ্ছন্দ্যাদি দান করিলেও তাহাদিগ হইতে

বৈগুণ্যদোষাদি পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দর্শনে ধন জন পাণ্ডিত্য তথা যোগসিদ্ধি প্রভৃতি অনর্থ বাচ্য। কারণ কৃষ্ণদাস স্বরূপবান্ জীবের পক্ষে পার্থিব ভোগাদি কখনই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক নহে। যেমন ত্যাগী সন্ন্যাসীর স্ত্রীসঙ্গাদি ভোগ বিলাস তাহার ধর্মের পরিচয় দান করে না, যেমন সতীর পতিসেবাদি বিনা অন্য্যভিলাষ তাহার স্বধর্মের পরিপন্থি মাত্র। যেমন দ্বিজের শুদ্রাচার কখনই দ্বিজত্বের সূচক নহে। সাধুর অসৎসঙ্গ, বিদ্বানের দম্পপারুষ্য ও বৈষম্য, বৈষ্ণবের বহুভাজীত্বরূপ ব্যভিচার, মিত্রের শত্রুতা, প্রেমিকের কামুকতা, নিষ্কিঞ্চনের প্রার্থনা, গুরুর শিষ্যহিংসা ও সংসারপ্রবৃত্তি তথা দাসের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা, পাপীর স্বর্গদাবী কখনই ভাগ্যবত্ত্বার পরিচায়ক নহে। তদ্রূপ কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণসেবায় ঔদাসীন্যমূলে কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমান যেমন অধর্ম বিশেষ তেমনই ধৃষ্টতাবিশেষ। ইহাতে ভাগ্যবত্ত্বা কিছুই নাই আছে দুর্ভাগ্যবিলাস।

কৃষ্ণদাস কৃষ্ণসেবা যদি নাহি করে।  
অন্যসেবা করিয়াও যায় যম ঘরে।।  
যমশাস্য নহে কভু ভাগ্যবানে মান্য।  
স্বধর্ম নাচরি পাপী কিসে হবে ধন্য।।  
মৃতের সৌন্দর্য্য নাহি মানে সাধু সত্য।  
ভূতের প্রভুত্ব সিদ্ধি কভু নহে লভ্য।।  
ভূত ধন্য ভাগ্যবান্ প্রভুর সেবায়।  
প্রভু সেবা বিনা নহে ভাগ্যের উদয়।।  
অন্ধের নেত্রত্ব গর্ব নাহি হয় সিদ্ধ।  
মুখের বিজ্ঞমান্যতা নাহি মানে বৃদ্ধ।।  
তত্ত্বজ্ঞানহীন যারে ভাগ্য করি মানে।  
তত্ত্বদর্শী তাহা দুরভাগ্য করি জানে।।  
স্বর্গভোগ তুল্য ভোগ যোগাদি বিলাস।  
কভু নাহি দানে সত্যভাগ্যের প্রকাশ।।

বিচার্য্য-- যে ধন বন্ধন ও নিধনের কারণ, যে স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গ মোহ ও বন্ধনের কারণ, যথা- ন তথাস্য ভবেন্নোহো বন্ধনচান্যপ্রসঙ্গতঃ। স্ত্রীসঙ্গাদ্ যথা পুংসন্তথা তৎসঙ্গীসঙ্গতঃ।।

স্ত্রীসঙ্গ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ হইতে যে প্রকার মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন সঙ্গ হইতে তাহা হয় না। বলিরাজ বলেন-কিং রিক্খহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ কিং ভার্য্যয়া সংসৃতি হেতুভূতয়া। ধনাপহারী স্বজন নামা দস্যুদের দ্বারা কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় তথা সংসারের কারণ স্বরূপ স্ত্রী হইতেই বা কি পরমার্থ সিদ্ধ হয়? কৃষ্ণ বলেন- তপঃযোগসিদ্ধি আমার ভক্তি ধর্মের অন্তরায়। অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুক্তমম্। অহংব্রহ্মাস্মি রূপ ব্রহ্মবাদ নারকিতা ও ধৃষ্টতা বিশেষ। শ্রীচৈতন্যদর্শনে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম ত্রৈবর্গিক অর্থ ও কাম তথা মোক্ষ অজ্ঞানতম কৈতব ধর্ম।

অজ্ঞানতমের নাম कहিয়ে কৈতব। ধর্মার্থকামমোক্ষবাঙ্খাদি সব।।

তার মধ্যে মোক্ষবাঙ্খা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।।

অন্যত্র- দুঃসঙ্গ कहিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা।।

অতএব অজ্ঞানতমধর্ম কখনই জীবকে ভাগ্যবান্ করে না। তত্ত্ববিচার--চতুর্বর্গীয়গণ সকলেই তত্ত্বমূঢ় এবং প্রেয়ঃপন্থী। প্রেয়ঃপন্থী ভাগ্যবান্ হইবার নিতান্ত অযোগ্য।

প্রোদ্ধিতকৈতবধর্মধাম শ্রীমদ্ভাগবত ও চৈতন্যদর্শনে কৃষ্ণভজনার্থে সৎগুরুচরণাশ্রয়ী ও সাধুসঙ্গবান্ ভাগ্যবান্। কারণ সাধুসঙ্গ হইতেই আত্মতত্ত্ব অবগতি, কৃষ্ণ ভজন প্রবৃত্তি, ভক্তি এবং বাস্তব প্রয়োজন প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

সতাং প্রসঙ্গান্নমবীর্য্য সন্নিদঃইত্যাদি শ্লোকে সাধুসঙ্গ শ্রেয়ঃ কারণ।

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ।।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীব নানাযোনীতে ভ্রাম্যমান। তন্মধ্যে ভগবদ্ভজনার্থে সৎগুরুচরণাশ্রয় ও ভক্তি লাভকারীই ভাগ্যবান।

বহুজন্ম পূন্যফলে হয় সাধুসঙ্গ। সাধু সঙ্গে হয় কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ।।

কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে হয় অনর্থ বিনাশ। রতি ভক্তি সিদ্ধি আর প্রেমের বিলাস।।

অতএব সাধুসঙ্গবানই ভাগ্যবান। সৎগুরুদর্শনাশ্রয় পায় ভাগ্যবান।

গুরুসেবা প্রসাদে পায় কৃষ্ণের চরণ।। ইত্যাদি প্রমাণে আচার্য্যবান পুরুষই ভাগ্যবান।

চৈতন্যদর্শনে কৃষ্ণকথায় রুচিমানই ভাগ্যবান। যথা চৈঃ চঃ

একদিন বর্ণপাণ্ডিত্যাভিমানী প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিলে তাহার প্রশংসা মুখে বলিলেন-

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান। যাঁর কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান।।

ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, কৃষ্ণে শরণাগত, কৃষ্ণভজনার্থে গুর্বারাশ্রয়ী, সাধুসঙ্গকারী তথা কৃষ্ণভজনাদিতে রুচিপ্ৰাপ্তই ভাগ্যবান। আর কৃষ্ণে আসক্তমতি ও প্রেমবান তাঁহারা তো মহাভাগ্যবানই বটে।

মহাভাগ্যবানে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়। ইহাতে ব্যতিরেকভাবে সূচিত হয় যে, কৃষ্ণে শরণাগতি, সাধু সঙ্গতি, ভক্তি রতি নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব ও প্রেমহীনই দুর্ভাগ্যবান।

চৈতন্যদর্শনে সংসারবাসনা ও বন্ধন মুক্ত একান্ত কৃষ্ণেকশরণই মহাভাগ্যবান। যথা চৈঃ ভাঃ

হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান। হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান।।

তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রভুর উক্তি--প্রভু বলে -ভাগ্যবন্ত তুমি দুইজন। বাহির হইলা ছিণ্ডি সংসার বন্ধন।।

বিষয় বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার। সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলা পার।।

মহাপ্রভুর এতদুক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সংসার মোহাক্ষ, নানা বিষয়বন্ধনে আবদ্ধমতি হইয়া কৃষ্ণে শরণাগতি, সাধুসঙ্গতি ও ভক্তি করণে উদাসীনই দুর্ভাগ্যবান। অতএব সংসার বন্ধনে থাকিয়াও যাঁহারা গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রবৎ কৃষ্ণে শরণাগত ও তৎকৃপাপ্রার্থী তাঁহারা ভাগ্যবান। সকাম কৃষ্ণভক্ত নূন্যতম ভাগ্যবান। পরন্তু যাঁহারা সংসারবাসনা মুক্ত হইয়াও মায়ার বন্ধনচ্ছেদন করতঃ বৈরাগ্যজীবনে একান্ত কৃষ্ণভজন প্রয়াসী তাঁহারা মহাভাগ্যবান। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ সংসারের সকল প্রকার বাধা বিপত্তি, ধর্ম্মজালবন্ধন ছিন্ন করতঃ স্বপাদমূলে শরণাগতা প্রেমবতী দ্বিজপত্নী ও গোপবধূগণকে মহা ভাগ্যবতী বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে আন্তরিক ও বাচিক স্বাগত জানাইয়াছেন। স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্। হে মহাভাগ্যবতীগণ! তোমাদিগকে স্বাগত জানাই। বস, বল, পরিশ্রান্ত তোমাদের জন্য আমি কি সেবা করিতে পারি? গোপীদের প্রতি-- স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। হে মহাভাগ্যবতীগণ! তোমাদিগকে স্বাগত জানাই। কুশল মত তোমাদের আগমন হইয়াছে তো ? বল আমি তোমাদের কি প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি?

রসিকশেখর গোবিন্দের সূক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ-যাঁহারা সংসারে থাকিয়া আমার ভজন তৎপর তাঁহারা নিশ্চিত ভাগ্যবান। আর যাঁহারা সংসারবন্ধন স্বরূপ মায়ামমতা, ধর্ম্মজালচ্ছেদন করতঃ আমার একান্ত ভজনার্থে শরণাগত ও অনন্যপ্রীতিমান তাঁহারা সত্তমোত্তম ও মহাভাগ্যবান।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন--যাঁহারা বেদবিধিকে আমার একান্ত ভজনের অন্তরায় জানিয়া তাহা উল্লঙ্ঘন করতঃ ভজন করেন তাঁহারা সাধুত্তম আর যাঁহারা অনন্যচিত্তে অনন্যমমতা ও প্রীতিযোগে ভজন করেন তাঁহারা সত্তমোত্তম ও মহামহাভাগ্যবান।

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ।

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।

ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।

রামানন্দসংবাদে কৃষ্ণপ্রেমামৃত পানকারীই মহাভাগ্যবান।

অভাগিয়া জ্ঞানী আশ্বাদয়ে শুক্লজ্ঞান। কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান।।

চৈতন্যদর্শনে সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনকারী অনন্যভজনশীল শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুন মহাভাগ্যবান তথা কৃষ্ণে

প্রেম, ভক্তে মৈত্রী ও বালিশে কৃপাকারী মধ্যম ভাগবতও মহাভাগ্যবান্।

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুন, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।

উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার।।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান।

মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্।।

তাৎপর্য্যএই-- কৃষ্ণপ্রেমিকই মহাভাগ্যবান্। কৃষ্ণপ্রেমই মহাভাগ্যকে প্রকাশ ও প্রদান করে।

ভাগবতে ব্রহ্মা বলেন- কৃষ্ণের বন্ধুগণই মহাভাগ্যবান্।

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যনিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।

অহো পরমানন্দপূর্ণ, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতনপুরুষ গোবিন্দ যাঁহাদের মিত্র তাদৃশ নন্দরাজের ব্রজস্থিত শ্রীদামাদি গোপগণের কি ভাগ্য কি ভাগ্য অর্থাৎ তাঁহারা নিশ্চিত মহাভাগ্যবান্। যাঁহার যৎকথঞ্চিৎ স্মরণেও জীবের ভাগ্যের উদয় হয় সেই ভগবানের নিত্যসঙ্গী শ্রীদামাদি যে ভাগ্যবান্ তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাগবতশ্রোতা শ্রীপরীক্ষিতমতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত বাৎসল্যবান্ নন্দযশোদা মহামহত্বের অধিকারী অর্থাৎ মহাভাগ্যবান্। নন্দঃ কিমকরোদ্রক্ষন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। যশোদা সা মহাভাগা যস্যঃ স্তনং পপৌ হরিঃ।। পূর্বোক্ত পরীক্ষিত বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ, ভগবানের অন্য অবতারের দাসগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের দাসগণশ্রেষ্ঠ মহাভাগ্যশালী। অন্য অবতার বন্ধুগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের বন্ধুগণ শ্রেষ্ঠ ও মহাভাগ্যবান্ তথা অন্য অবতার পিতামাতা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বাৎসল্যসিদ্ধ নন্দযশোদাই মহাভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী। যিনি তত্ত্ব রিচারে জগতে মাতা পিতা স্বরূপ সেই গোবিন্দ যাঁহাদের স্নেহরসে বিবশ হইয়া নিত্যপুত্রতা স্বীকার করিয়াছেন সেই নন্দযশোদার ভাগ্যসীমা করা সুদুষ্কর ব্যাপার। তজ্জন্য উদ্ধব বিস্মিত ভাবে বলিয়াছেন, আপনারা জগতে মহাপ্রাণ্য। যেহেতু অখিলগুরু গোবিন্দে আপনাদের এতাদৃশী ভক্তিভাব উচিত হইয়াছে। অতএব আপনাদের সাধ্যের কিছুই অবশেষ নাই। কিম্বাবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকৃতম্।। উদ্ধব বচনে কৃষ্ণপ্রাণান্তরা, তৎপ্রীতিসৌখ্যসম্পাদন চতুরা, তৎপ্রেমাতুরা, তৎবিরহবিধুরা, তৎসঙ্গতিতৃষ্ণাকাতরা গোপীগণই মহাভাগ্যবতী। সর্ব্বাত্মভাবোহধিকৃতো ভবতী নামধোক্ষজে। বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেহনুগ্রহঃ কৃতঃ।।

হে মহাভাগ্যবতীগণ! প্রাণকৃষ্ণের বিরহে তৎপ্রতি আপনাদের সর্ব্বান্তঃকরণভাব অধিরূঢ় হইয়াছে। ইহা প্রদর্শন করাইয়া আমার প্রতিও মহান্ অনুগ্রহ করিয়াছেন।

ব্রহ্মার বিচারে -- কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবারস নিষেবনকারীই মহাভাগ্যবান্। ব্রহ্মবিমোহন লীলায় কৃষ্ণ বৎস পুত্র হইয়া অতীব আনন্দে যাঁহাদের স্তনামৃত পান করিয়াছেন সেই ব্রজরমণী ও গাভীগণই মহাপ্রাণ্যশালিনী। অহোহি তখন্যা ব্রদগোরমণ্যস্তনামতং পীতমতীব তে মুদা। ব্রহ্ম বিচারে কৃষ্ণ যাঁহাদের সর্ব্বস্বধন স্বরূপ সেই গোকুলবাসীদের পাদপদ্মের ধূলী অভিষেকযোগ্য পাদপীঠ হওয়াও মহাভাগ্যের পরিচয়।

তদ্বুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং যদেগাকুলেহপি কতমাস্ত্রিরজোহভিষেকম্।

পুনশ্চ তদ্বিচারে যাঁহারা কৃষ্ণপ্রাণাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে কৃষ্ণরসামৃত পান করেন তাঁহারাও ভুরিভাগ্যবান্।

এযান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা

মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভুরিভাগাঃ।

এতদ্বীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ

শবর্বাদয়োহজ্জ্বল্যদজমধ্বমৃতাসবং তে।

হে অচ্যুত! এই গোকুলবাসীদের মহিমার কথা দূরে থাক্ ইহাদের সম্বন্ধে আমরাও মহাভাগ্যবান্। কারণ ইহাদের ইন্দ্রিয় রূপ চামস দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব আমরা আপনার পাদপদ্মসুখা পুনঃ পুনঃ পান করি।

কৃষ্ণপাদামৃত পান করে ভাগ্যবান্। অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কার্ষ্য প্রীতিসেবা সম্বন্ধযুক্ত সকলেই ভাগ্যবান্।

দুর্ভাগ্যবান্ কে ?



সরস্বতীদেবীর বরপুত্র বিচারে কাশ্মীরদেশীয় কেশবের বিশেষ প্রসিদ্ধি হইলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে শরণাগতিতেই তাঁহার ভাগ্যবত্বার প্রসিদ্ধি ঘটে।

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফলজীবন। বিদ্যাবলে পাইল সেই প্রভুর চরণ।। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে, বিদ্যাবলে চৈতন্য চরণ ভজনে পরানুখতাই জীবের সুদুর্ভাগ্যের পরিচয়। চৈতন্যচরণ ভক্তি ও প্রাপ্তিতেই ভাগ্যবত্বার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়।

সকল প্রকারভোগ সিদ্ধিপ্রদ কৰ্ম্মজ্ঞানযোগাদির প্রচেষ্টা সাধকের ভাগ্যবত্বাকে প্রকাশিত করিতে পারে না। পরন্তু সকল প্রকার যোগ্যতা বর্জিত অথচ ভগবদ্ভজনোন্মুখতা জীবের ভাগ্য সকলকে সম্প্রকাশিত করিয়া জন্মসাফল্য দান করে।

ভগবৎপ্রীতিহীন নীতি তার মূল্য কিছু নাই। সৃতিহীন গতি ব্যর্থ জানিহ নিশ্চয়।।

ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা অনাদর, অভিযোগ, আক্ষেপ, উপেক্ষা ও তদ্ভজনে পারানুখতা তথা বিরোধিতাদি সকলই জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কৰ্ম্ম। সেহ জানিহ এক অজ্ঞানতম ধৰ্ম্ম।। অতএব অজ্ঞানতমধৰ্ম্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিতগণ সৰ্ব্বতোভাবেই ভাগ্যহীন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সুদুর্লভ মানবজন্মে সর্বোত্তম সুযোগ সুবিধা থাকিতেও আমার ভজনযোগে সংসার সিন্ধুর পরপারে অগমনকারীই আত্মঘাতী। আত্মঘাতী নারকী অতএব দুর্ভাগ্যবান্। দুর্ভাগ্যবান্ না হইলে তাদৃশ সুবর্ণ সুযোগের অসৎব্যবহার আর কে করেন? স্বপ্নতুল্য ক্ষণভঙ্গুর, পরিণামশূন্য, বঞ্চনাবহুল, বহু দুঃখে দুঃখিত সংসারধৰ্ম্মে মুহ্যমান্ গৃহমেধী ও গৃহব্রতীগণ যথার্থলাভে বঞ্চিত বিধায় দুর্ভাগ্যবান্।

স্বার্থের গতিই বিষ্ণু ইহা যাহারা জানিতে না পারিয়া বেদের কৰ্ম্মকাণ্ডাদিতে আবদ্ধমতি, জ্ঞানকাণ্ডে ভ্রষ্টগতি, অন্ধপরম্পরায় পরমার্থধনে বঞ্চিত নীতিবিদ হইলেও তাহারাও দুর্ভাগ্যবান্। কৰ্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবলি বিষের ভাণ্ড অমৃত বলিয়া যে বা খায়। নানাযোনি ভ্রমণ করে কদর্য ভক্ষণ করে তার জন্ম অধঃপাতে যায়।

বিষে যার সুখা জ্ঞান। কিসে তাহার কল্যান।।

অনর্থে যার স্বার্থজ্ঞান। সে মূর্থরাজ প্রধান।।

অন্ধানুগগতিহীন। নহে কভু ভাগ্যবান্।।

কৰ্ম্মকাণ্ডে বদ্ধমতি। জ্ঞানকাণ্ডে ভ্রষ্টগতি।।

নাহি চিনে বিশ্বপতি। লভে দুঃখলোকগতি।।

ভাগবতে ভগবতী দেবছতি বলেন, যাহার কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মের জন্য নহে, ধৰ্ম্ম বৈরাগ্যের জন্য নহে এবং বৈরাগ্য তীর্থপাদ বিষ্ণুর সেবার জন্য নহে সে জীবিত অবস্থায়ই মৃত।

নেহ যৎকৰ্ম্ম ধৰ্ম্মায় ন বিরাগায় কল্ল্যতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।

তাৎপর্য্য না জানে মাত্র ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম করে। ব্যর্থ পরিশ্রম তাতে দুঃখ ফল ধরে।।

অতএব পরিণামে দুঃখভোগীগণ দুর্ভাগ্যবান্ হই বটে।

কামাসক্ত, রামারক্ত যোনি ভ্রমিগণ। গৃহমেধী গৃহব্রতী নহে ভাগ্যবান্।

ভক্তিহীন কৰ্ম্মীজ্ঞানী নারকীপ্রধান। কৃষ্ণদ্রেষী ধৰ্ম্মধ্বজী সদা ভাগ্যহীন।।

কলি মায়াবিদ্যাগ্রস্ত দুর্ভাগা নিশ্চিত। মনোধৰ্ম্মী তর্কপন্থী স্বার্থেতে বঞ্চিত।।

আধ্যক্ষিক বিজ্ঞমন্য ন লভে কল্যান। নিশ্চয় জানিহ সবে সুদুর্ভাগ্যবান্।।

পশুধৰ্ম্মী নহে কভু নরেতে গণিত। ব্যাধবৃত্তে আত্মধৰ্ম্ম হয় তিরোহিত।।

বন্যব্যাধ, গৃহব্যাধ আর যাজ্ঞব্যাধ। এতিন দুর্গতিভাগী শুভ কার্য্যে বাধ।।

বন্যপশুঘাতী হয় বন্যব্যাধে গণ্য। গৃহে পশুঘাতী গৃহব্যাধে সদা মান্য।।

কৰ্ম্মকাণ্ডে মূঢ়মতি পশুঘাতীগণ। বৈদিক ব্যাধিতে গণ্য সত্যধৰ্ম্মহীন।।

নিরীশ্বরনৈতিক( নাস্তিক অথচ নীতিমান), নিরীশ্বরবৈদিক( নাস্তিক অথচ বৈদিকাভিমानी) শ্বেশ্বরনৈতিক

ও স্বেশ্বরবৈদিকাদি বিবাদীগণও দুর্ভাগ্যবান্। কারণ তাহাদের বিচার অপসিদ্ধান্তমূলক ও সত্যধর্মহীন।

তত্ত্বত্রমী শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্যগণও দুর্ভাগ্যবান্। কারণ তাহারা নুন্যাধিক পাষণ্ডী। পাষণ্ডীগণ দুর্গতিভোগী অতএব দুর্ভাগ্যবান্।

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম করিতেও তবে রৌরবে পড়ি মজে।।

পূর্বোক্ত বিচারে কৃষ্ণভক্তিহীন অথচ বেদধর্ম্মাচারীদের নরকগতি দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

ঈশ্বর মায়ামোহিত মায়াবাদী, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ পাতঞ্জলাদি মতাবলম্বীগণও নুন্যাধিক দুর্ভাগ্যবান্। কারণ তাহাদের মতে ভগবৎসম্বন্ধাদি নাই।

চৈতন্যদেব বলেন, তাতে ষড়্দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।

ভগবদ্ভক্তিহীনের ন্যায় নীতি পাণ্ডিত্য আভিজাত্যাদি সকলই মৃতভূষণবৎ নিরর্থক বরং শোকবর্ধক।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিশাস্ত্রং জপস্তপঃ। অপ্ৰাণসৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্।।

অতএব শবতুল্যদের ভাগ্যলক্ষণ থাকিতেই পারে না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলেন, আত্মজ্ঞানহীন মূঢ় নরকভাগী।

আত্মজ্ঞানবিহীনা মুঢ়াঃ পচ্যন্তে তে নরকনিগূঢ়াঃ।

ভগবদ্ভজনই মঙ্গলময় কিন্তু বিষয়বাসনা যোগে ভজনে ভাগ্যের পরিচয় নাই। মঙ্গলময়ের নিকট অমঙ্গলময় বিষয় প্রার্থনা মূঢ়তা লক্ষণ মাত্র।

কৃষ্ণকহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্থ।।

ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন, সেবার বিনিময় কামী সেবক নহে বণিক। ব্যবসায়ীতে ধর্ম্ম সৌহার্দ্য থাকে না। যেখানে ধর্ম্ম নাই সেখানে ভাগ্যের সম্ভাবনা কোথায়? তজ্জন্য কৃষ্ণের প্রতি কামিনী কুজ্ঞার স্বসুখবাসনাময়ী চেষ্টা দর্শন করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে শুকদেব সিদ্ধান্ত করেন, যিনি দুরারাদ্য বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া মনের গ্রাহ্যবস্তু পার্থনা করেন অসত্য নিবন্ধন তিনি দুর্ভাগা কুমনীষী।

দুরারাদ্যং সমারাদ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্। যো বৃণুতে মনোগ্রাহ্যমসত্যত্যাৎ কুমনীষ্যসৌ।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, অয়ি প্রিয়ে! যাহারা তপোব্রতাদির পরিচর্যা দ্বারা সামান্য প্রাণীতেও সুলভ ইন্দ্রিয়তর্পণ কামনায় দাম্পত্যধর্ম্মে অপবর্গগতি আমাকে ভজন করে তাহারা আমার মায়ী দ্বারা মোহিত এবং মন্দভাগ্য।

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যা। কামাত্মনো অপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া।।

তে মন্দভাগ্যাঃ ইত্যাদি।

তবে কি সকাম ভক্ত ভাগ্যবান্ নহে? যতদিন সকাম ততদিনই তাহার ভাগ্যবত্বার পরিচয় নাই পরন্তু যখন কাম ত্যজি নিষ্কাম ভাবে কৃষ্ণরস আস্বাদন করেন তখনই তিনি ভাগ্যবান্ হইয়াছ থাকেন। যাহারা নানাদেবদেবীদের সঙ্গে ভগবান্ রাম কৃষ্ণাদিরও ভজন করেন বা কৃষ্ণ ভজনের সঙ্গে অন্যদেবদেবীদিগকেও ঈশ্বরজ্ঞানে ভজন করেন তাহারা কিরূপ? যাহারা সমানজ্ঞানে নানাদেবদেবীদের সঙ্গে ভগবানের ভজনও করেন তাহারা অতত্ত্বজ্ঞ ও ব্যভিচারী। তাহাদের তাদৃশ ভজনে ভাগ্যলক্ষণ নাই। কারণ তাহারা সমন্বয়বাদী সুতরাং পাষণ্ডী তথা স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে কৃষ্ণভজনের সঙ্গে অন্যদেবদেবীর ভজনকারী নিশ্চিতই পাষণ্ডী। পাষণ্ডভজনে ভাগ্যলক্ষণ তিরোহিত। সকল পুরুষেই নারীর পতিজ্ঞান ব্যভিচার মতিত্বের পরিচয় তদ্রূপ দেবাদির প্রতিও ঈশ্বরজ্ঞান যেমন ব্যভিচার বৃত্তি তেমনি পাষণ্ড্য বিচার। পক্ষে ভগবদ্ভজনের সঙ্গে তদীয় বিচারে দেবাদির প্রতি যথাযোগ্যসম্মান দানাদি বাস্তবধর্ম্ম বিধান। ইহাতেই ভাগ্যলক্ষণ নিরপবাদী।

কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন, দেবধর্ম্মপালী বিষ্ণুর পূজকও কৃষ্ণচৈতন্যদ্বেষী বিচারে দৈত্যে গণ্য।

পূর্ব্ব যেন জরাসন্ধ্য আদি রাজগণ। বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন।।

কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি। চৈতন্য না মানিলে তৈছে তারে দৈত্য জানি।। অতএব ইহারাও দুর্ভাগা।

ভগবৎপূজক অথচ ভক্তপূজায় উদাসীন, বৈষ্ণব নিন্দুক বৈষ্ণবাপরাধীও কৃষ্ণপ্রসাদের অযোগ্যবিচারে

দুর্ভাগ্যবান। কারণ তাহার ভজন ব্যর্থপরিশ্রম মাত্র।

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েদ্ যদি। ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দান্তিকা জনাঃ।

অম্বরীষ প্রতি বিদ্রোষ করিয়া দুর্ব্বাশা নারায়ণের প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই। এক অবতারের ভক্ত হইয়া অন্য অবতারের নিন্দুকও দুর্ভগা কারণ তিনি অপরাধী।

ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের উক্তি- শ্রীগৌরচন্দ্রে পরম শ্রদ্ধালু কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রতি অশ্রদ্ধালু নিজ ভ্রাতার প্রতি-

দুইভাই একতনু সমান প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ।

একে তো বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান। অর্দ্ধকুস্কুটি ন্যায় তোমার প্রমাণ।।

কিন্ধা দোঁহে না মানিয়া হওত পাষণ্ড। একে মানি, আরে না মানি এই মত ভণ্ড।।

ইহাতে সিদ্ধান্ত হয়, পাষণ্ড ও ভণ্ড মতে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সর্ব্বনাশপ্রাপ্ত দুর্ভাগ্যবানই বটে। তত্ত্বতঃ শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। ব্রতাদিযোগে শ্রীনিত্যানন্দের ভক্তিকারী অথচ শ্রীবলদেব ব্রতাদিতে উদাসীনও ভণ্ড গণ্য। ভণ্ড মতে ভাগ্যলক্ষণ কলঙ্কিত এবং অজ্ঞতা মণ্ডিত। কেহ বলেন- আমরা গৌড়ীয়, নিতাইগৌরের ভক্ত। পঞ্চতত্ত্বের ভজন করি। আর গৌরের আদেশে রাধাকৃষ্ণই আমাদের উপাস্য। সেখানে বলদেবের পূজাদির আবশ্যকতা নাই।

বিচার্য্য-- যাঁহারা মঞ্জরী ভাবে অনঙ্গমঞ্জরীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের ভজন করেন তাঁহারা রামনবমী, নৃসিংহ চতুর্দশী, বামনদ্বাদশী, অদ্বৈতসপ্তমী, গৌরপূর্ণিমা ও নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী এমন কি শিব চতুর্দশীতেও ব্রতোপবাস করেন অথচ শিবসেব্য, রাম নৃসিংহাদি অবতারের অবতারা, কারণাদ্বিশায়ী যাঁহার এক অংশ, যিনি অংশে অনঙ্গ মঞ্জরীরূপে যুগলসেবিকা, সেই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীবলদেবের ব্রতপূজাদিতে উদাসীন্য কোন মতেই বিশুদ্ধ গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত নহে। শ্রীনিত্যানন্দ ভজে কিন্তু শ্রীবলদেব না মানে। এই ভণ্ডমত ইহা বলে বিজ্ঞজনে।। কেহ বলেন--চৈতন্যচরিতামৃতে বলদেব পৌর্ণমাসীতে ব্রতাদির কথা মহাপ্রভু বলেন নাই। তদুত্তরে বক্তব্য- সেখানে মহাপ্রভু শিবব্রত করিতেও বলেন নাই। তবে তাহা করা হয় কেন? সেখানে নিত্যানন্দত্রয়োদশী গৌর পূর্ণিমাতে ব্রতকথাও নাই তবে তাহা পালিত হয় কেন?

যদি বলেন-- তাহা শ্রীব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাসের অনুশাসন। ইহা অবিদ্যানাশিনী ও কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী। যথা চৈতন্যভাগবতে -

নিত্যানন্দ জন্ম মাঘী শুক্লত্রয়োদশী। গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।

সর্ব্বযাত্রা সুমঙ্গল এদুই পুন্যতিথি। সর্ব্বশুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইতি।।

এতেকে এদুই তিথি করিলে সেবন। কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন।।

তজ্জন্য ইহাদের সেবা করা হয়। উত্তম কথা কিন্তু ব্যাসের লিখনীতে অদ্বৈতসপ্তমীরতের কথা নাই তবে তাহা পালন করেন কেন?

উত্তর--অদ্বৈতপ্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার। তিনি শ্রীগৌর আনা ঠাকুর। তাঁহার তিথি পালনাদিতে গৌর প্রসাদ লভ্য হয়।

সুন্দর সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত সপ্তমী পাল্য সত্য কিন্তু অদ্বৈতপ্রভু যাঁহার অংশকলা স্বরূপ, যিনি মহাবিষ্ণুরও অবতারা, যিনি কৃষ্ণের সকল প্রকার সেবার অধিকারী, যিনি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য তথা অনঙ্গমঞ্জরী রূপে মধুর রসে কৃষ্ণসেবা করেন, যিনি আদি গুরুতত্ত্ব সেই শ্রীবলদেবের ব্রতোপবাস অকরণ কি প্রত্যব্যয় মধ্যে গণ্য নহে? ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত অর্দ্ধকুস্কুটি ন্যায়ে গণ্য। যদি বলেন-- নিত্যানন্দ কৃপায় রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। গৌরভজনে নিত্যানন্দ ভজনের প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু মধুর রসে কৃষ্ণভজনে বলদেব ভজনের প্রয়োজনীয়তা মহাজন গান করেন নাই।

ভাল কথা। মহাজনের অনুশাসন নাই তজ্জন্য তাহা করেন না। কিন্তু কৃষ্ণভজনে রাম, নৃসিংহ, বামনাদি অবতারের ব্রতপালনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? তত্ত্বতঃ নাই। অনুশাসন তো রাধাষ্টমী পালনেও

নাই তথাপি তাহা যদি পাল্য হয় তাহা হইলে সৰ্ব্বগুরু বলদেবের আবিৰ্ভাবতিথি পালনও কেবল কৰ্তব্যই নহে পরন্তু ধৰ্ম্ম বিশেষও বটে। মহাপ্ৰভু বলেন-

একাদশী জন্মাষ্টমী বামনদ্বাদশী। শ্ৰীৰাম নবমী আৰ নৃসিংহ চতুৰ্দশী।।

এই সবে বিদ্বা ত্যাগ, অবিদ্বাকৰণ। অকৰণে দোষ, কৈলে ভক্তিৰ লভন।।

সিদ্ধান্ত-- বিষ্ণুতত্ত্বই উপাস্য। তাঁহাৰ ব্ৰতাদি কৰণে ভক্তি লভ্য এবং অকৰণে দোষ অৰ্থাৎ ভক্তি হানি হয়। অতএব ৰামনবমীবৎ ভক্ত্যঙ্গে বলদেব পৌৰ্ণমাসীব্ৰতও পালনীয় অন্যথা দোষ হয়। দোষাচাৰ স্বৰূপধৰ্ম্মবিরোধী, অজ্ঞতা ব্যঞ্জক ও দুৰ্ভাগ্য লক্ষণান্বিত। উপসংহাৰে বক্তব্য--শ্ৰেয়স্কামী পক্ষে মঙ্গলপ্ৰদ উপাস্যেৰ উপাসনাতেই সৌভাগ্য লক্ষণ এবং দ্বিপৰীতে অৰ্থাৎ উপাস্যেৰ উপাসনা অকৰণে বা অন্যথাকৰণেই দুৰ্ভাগ্যলক্ষণ বিদ্যমান্। এককথায়-- স্বৰূপধৰ্ম্মেৰ যথাযথ যাজনেই সৌভাগ্য লক্ষণ এবং তাহাৰ অকৰণেই দুৰ্ভাগ্যদোষ লক্ষণ বিদ্যমান্।।

ৰূপানুগ সেবাশ্ৰম, ৫।১০।২০১০





























